তারিখ ... 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

মেয়েরাই ভোটার, মেয়েরাই কর্মকর্তা!

অভিজিৎ ঘোষ

স্কুলড্রেস পরা চার শতাধিক মেয়ে ভোটার আগুন ঝরা রোদের তীব্র উত্তাপ উপেক্ষা করে ভোটাধিকার প্রয়োগের অপেক্ষায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনে তাদের ভোটেই নির্বাচিত হবে নেতা। বিদ্যালয় ভবনের একটি কক্ষের দুইটি বুথে চলে ভোট গ্রহণ। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই নির্বাচন পরিচালনায় রাখা হয় নির্বাচন কমিশন, প্রিজাইডিং-পোলিং অফিসার ও এজেন্ট। বিশৃঙ্খলা এড়াতে রয়েছে আনসার, স্বেচ্ছাসেবী ও পুলিশ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনকে ঘিরেই এতো আয়োজন। কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই বিভিন্ন ভূমিকায় এসব দায়িত্ব পালন করে। এমন সরেজমিন চিত্র দেখা গেলো উপজেলার ফলদা শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে।

ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা আর গণতন্ত্র চর্চায় শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে বৃহস্পতিবার স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন হয়েছে। গতবছর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠনের ঘটনা ইতিবাচক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। 'ছোটদের মন্ত্রিসভা' গঠনের ঘটনা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মাঝে। সেই সফলতার ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হয় ব্যতিক্রমী এ স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন। যেখানে শিক্ষার্থীরাই ভোট দিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। নির্বাচিতরা কেউ দেখবে শিক্ষা, কেউ দেখবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, কেউ দেখবে স্কুলের পরিবেশ, কেউ দেখবে আইন-শৃঙ্খলা আবার কেউ দেখবে খেলাধুলার সকল বিষয়।

বৃহস্পতিবার ফলদা শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থীরা ভোট দেয়ার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কক্ষের ভেতরে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং ও পোলিং এজেন্ট ভোট গ্রহণের দায়িত্ব পালন করছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে ক্লাব-স্কাউটিংয়ের দল। সকলেই ক্ষুদে শিক্ষার্থী। নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বও পালন করছে। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। মোট নয়জন প্রার্থীর মধ্যে আটজন প্রার্থী জয়ী হয়েছে। বিদ্যালয়ে মোট ভোটার ৪০৮জন।

ফলদা শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার দত্ত জানান, স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠবে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, পাঠক্রমিক কার্যাবলিসহ নানা বিষয়ে নির্বাচিতরা দায়িত্ব পালনে সচেতন হবে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিনিধিরা নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হবে।